পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
১৯শ সংখ্যা, পার্শ্ব একাদশী,
২রা সেপ্টেম্বর, ২০১৭।
আগামীকাল পারণঃ ০৫.১৯ – ০৯.৩০
(মায়াপুর)। ০৫.৪০ - ০৯.৫১ (বাংলাদেশ)।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

নির্বাচিত ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্যের বিশেষ দিক

“ভক্তিযোগ স্বতন্ত্র, কিন্তু অন্যান্য পন্থা ভক্তিযোগের উপর নির্ভরশীল”

- **ভক্তদের আপনা থেকেই মুক্তি লাভ হয়ে যায়** – চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ যখন জড় পদার্থের সংস্পর্শে আসে তখন একটি গ্রন্থির সৃষ্টি হয়, যা কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্তিকামী মানুষদের অবশ্যই ছেদন করতে হয়। ‘মুক্তি’ কথাটির অর্থ হচ্ছে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। যাঁরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ স্মরণ করেন, তাঁদের আপনা থেকেই মুক্তি লাভ হয়ে যায়।
- **চিন্ময় জ্ঞান + ভক্তি = মুক্তিঃ** তাই, জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ভগবদ্ভক্তির একটি আনুষঙ্গিক ফল। চিন্ময় জ্ঞান মুক্তি লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। সেই জ্ঞান অবশ্যই ভক্তিযুক্ত সেবা সমন্বিত হতে হবে, যাতে অবশেষে ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্যই কেবল বর্তমান থাকে। তখনই মুক্তি লাভ সম্ভব হয়।
- **সকাম কর্ম + ভক্তি = মুক্তিঃ** এমন কি সকাম কর্মীদের কর্মও ভক্তিযুক্ত সেবা-মিশ্রিত হলেই তবে মুক্তিদান করে।
- **ভক্তি + কর্ম = কর্মযোগঃ** ভগবদ্ভক্তি-মিশ্রিত কর্মকে বলা হয় কর্মযোগ।
- **মনোধর্মী জ্ঞান + ভক্তি = জ্ঞানযোগঃ** তেমনই, মনোধর্মী জ্ঞান যখন ভক্তিযুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ।
- তবে শুদ্ধ-ভক্তি জ্ঞান এবং কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত, কেন না তা কেবল জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকেই মুক্ত করে না, তা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তিও প্রদান করে থাকে।
- **ভক্তিযোগে শাস্ত্রের গুরুত্ব** – বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যাঁরা ভক্তিযোগের পন্থা প্রচার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত কঠোরভাবে সেই নিয়ম পালন করেছিলেন, এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য পারমার্থিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁরা বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

(শ্রীঃভাঃ ১/২/১৫)

“ভগবানের নামাবতার তাঁর বিশেষ কৃপার প্রকাশ”

- **নাম ভগবানেরই মতো পূর্ণ শক্তিমান** – পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। তাই যখন নিরপরাধে ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন হয়, তখন বুঝতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অপ্রাকৃত নামরূপে সেখানে বর্তমান এবং সেই নাম ভগবানেরই মতো পূর্ণ শক্তিমান।
- **প্রমাণ** – শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ‘শিক্ষাষ্টকে’ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে গেছেন যে, ভগবান তাঁর দিব্য নামে তাঁর সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন।
- **নামভজনের শর্ত** – সেই নাম উচ্চারণ করার জন্য কোন স্থান, কাল বা পাত্রের বাধ্য-বাধকতা নেই এবং যে কেউ তার সুবিধা অনুসারে শ্রদ্ধা এবং মনোযোগ সহকারে সেই নাম কীর্তন করতে পারেন।
- **ভগবানের কৃপালু কিন্তু জীব দুর্ভাগা** – ভগবান আমাদের প্রতি এতই কৃপালু যে, তাঁর অপ্রাকৃত নাম-রূপে তিনি স্বয়ং আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকতে পারেন। কিন্তু আমরা এমনই দুর্ভাগা যে ভগবানের নাম এবং মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে আমাদের কোন রুচি নেই।
- **আমাদের চেয়ে ভগবানের উৎকণ্ঠা অনেক বেশি** – ভগবান তাঁর ভক্তের ডাকে সাড়া দেন। তিনি যখন দেখেন যে কোন ভক্ত তাঁর অপ্রাকৃত সেবা লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী এবং তার ফলে তাঁর কথা শ্রবণে গভীরভাবে উৎসুক হয়েছেন, তখন ভগবান তাঁর হৃদয় থেকে তাঁকে এমনভাবে পরিচালিত করেন, যাতে ভক্ত অনায়াসে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারেন। ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের যে বাসনা, তার থেকে আমাদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবানের উৎকণ্ঠা অনেক বেশি। আমরা প্রায় কেউই ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চাই না। কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চান। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশী হন, তখন ভগবান সর্বতোভাবে তাকে সাহায্য করেন।
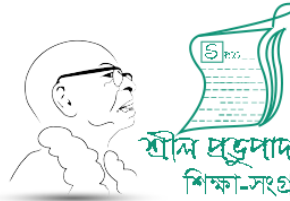
শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

- **ভগবানের রাজ্যে প্রবেশে পূর্বশর্ত কি ?** – সর্বতোভাবে পাপমুক্ত না হলে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না।
- **সেই পাপের উৎস কি?** – জড় জগতের পাপগুলি আমাদের জড়া প্রকৃতিকে ভোগ-করার বাসনা থেকে উদ্ভূত। এই ধরনের কামনা-বাসনা মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন।
- **সেগুলি থেকে মুক্তির উপায় কি ?** – কামিনী এবং কাঞ্চন হচ্ছে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার পথে সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক। ... এর দ্বারা বিচলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেন না জীব অনাদিকাল ধরে তাদের সঙ্গ করে আসছে, তাই তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে কিছু সময় তো লাগবেই। কিন্তু কেউ যদি নিষ্ঠাভরে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেন, তখন ধীরে ধীরে তিনি তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হন। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় ভক্ত তখন সেই সমস্ত আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট শক্তি লাভ করেন, এবং ধীরে ধীরে তাঁর মন থেকে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী সব কটি প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়।
- **নিজের ক্ষমতা নয়, কৃষ্ণ-কৃপাই ভরসা** – ভক্তিমার্গে বহু বড় বড় ভক্ত এই প্রলোভনের বলি হয়ে ভক্তিমার্গ থেকে অধঃপতিত হয়েছেন। কিন্তু ভগবান নিজে যখন কাউকে সাহায্য করেন, তখন ভগবানের কৃপায় তা অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়।

(শ্রীঃভাঃ ১/২/১৭)

ইমেল – spss.ekadashi@gmail.com, ফেসবুক পেইজ – শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ, What's app - +918007208121

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

কৃষ্ণ কৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

(গত সংখ্যার পর)

ভগবদ্গীতা – ৯ই মার্চ, ১৯৬৬, নিউইয়র্ক।

প্রভুপাদঃ সুতরাং সেটি একটি প্রশ্ন, একজন উপস্থাপন করতে পারে যে, "কেন ভগবান অনেক হলেন?" সুতরাং সেটি হচ্ছে, সে উত্তর হচ্ছে যে ভগবান সৎ-চিদ্-আনন্দ-বিগ্রহ (ব্রহ্মসংহিতা ৫.১)- তিনি সমগ্র আনন্দ – তাই অনেক ছাড়া কোন আনন্দ নেই। যেমন আমি এখানে সারাদিন একাকি উপবেশন করে থাকি কিন্তু আমি অধিক সক্রিয় ও আনন্দময় হই যখন আপনাদের আগমন হয়। যখনই আমরা কোন আনন্দ উপভোগ করতে চাই, আনন্দ একাকি উপভোগ সম্ভব নয়। আনন্দ অনেকের সাথে উপভোগ হয়। এখন ভগবান প্রকৃতিগত ভাবে... তিনি আনন্দময়ভ্যসাৎ (বেদান্তসূত্র ১.১.১২)। তিনি সর্বদা আনন্দপূর্ণ, পরম সুখময়। এখন তিনি যদি অনেক হতে চান, এটি... তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি অনেক হতে পারেন। সেখানে আপত্তি কোথায়? তিনি পারেন... তিনি নিজেকে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত করতে পারেন... এই মাত্র আমরা ব্রহ্মসংহিতা হতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছি, অদ্বৈতম্ অচ্যুতম্ অনাদি অনন্ত-রুপং (ব্রহ্মসংহিতা ৫.৩৩)। অনন্ত-রূপং অর্থ অসংখ্য রুপ। অসংখ্য রূপ। অদ...তথাপি তারা এক। অসংখ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা এক। ঠিক সূর্যের মত। আপনি যদি এখানে লক্ষ লক্ষ পাত্র রাখেন, জলের পাত্র, প্রত্যেক পাত্রে আপনি সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবেন। কিন্তু সূর্যের এই লক্ষ লক্ষ প্রতিবিম্ব এটি প্রমাণ করেনা যে সূর্য তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলেছে। সূর্য এক। সেটিও বৈদিক পন্থা যে, আমরা সবাই সে রূপ প্রতিবিম্ব। সুতরাং যেভাবেই হোক, ভগবানের এই অনেক, অনেক রূপ ভগবানের অভিলাষের ফল। এখন, এর বাইরে... ভগবানের অভিলাষ, দিব্য অভিলাষ সবার সাথে উপভোগ করার। তিনি তার নিজের শক্তির সাথে উপভোগ করেন কারন তিনি সর্বতোভাবে নিখুঁত। ঠিক যেমন আমি যদি জীবনকে উপভোগ করতে চাই, আমি পরিবার চাই, একটি স্ত্রী চাই, সন্তান চাই, বন্ধুবান্ধব চাই, সেবক চাই। একজন স্ত্রী গ্রহণ করার পূর্বে আমাকে ভাবতে হয়। আপনি দেখেছেন? কারন আমি অপূর্ণ, সুতরাং আমি দ্বিতীয় বার ভাবি, আমি কি একজন স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ করতে সমর্থ, তারপর আমি কি আমার সন্তানদের ভরন পোষণ করতে সক্ষম। এসব হচ্ছে বিবেচনা। এবং প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান সমাজে প্রত্যেক যুবক এমনটিই ভাবছে। আপনি দেখেছেন? যখনই বিবাহের প্রশ্ন আসছে তারা এমনটিই ভাবছে। কিন্তু এই ভাবনা আমাদের ত্রুটিযুক্ততার কারন। যেহেতু আমরা সর্ব ক্ষমতার অধিকারী নই, তাই এমন ভাবি। কিন্তু যখন আমরা ভগবানকে সমস্ত গুনাগুণ অর্পন করি যে তিনি সর্ব ক্ষমতার অধিকারী, সর্বশক্তিমান, তাই তিনি যেকোনো সংখ্যক সন্তান অথবা যেকোনো সংখ্যক স্ত্রী রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন। অন্যথায়, সর্বশক্তিমান এর কোন অর্থ নেই। সুতরাং একইভাবে, ভগবান অনেক হয়েছেন, এবং এই অনেকের চিন্তার পিছনে তাঁর পরিকল্পনা রয়েছে। এখন এই অনেকের বাইরে, যদি কেউ ভগবানের অস্তিত্বের সাথে একীভূত হয়ে যেতে চায়, ভগবানের কোন অভিযোগ নেই।

স্ত্রীলোকঃ হুম?

প্রভুপাদঃ ভগবানের কোন অভিযোগ নেই। এখন, ভগবান থেকে আমরা অনেক হয়েছি। এখন, ধরুন আমি বা আপনি চান যে, আমি নিজেকে অনেকের মধ্যে একজন হিসেবে রাখব না। আমি ভগবানের সাথে একীভূত হয়ে যেতে চাই। যা আপনি পছন্দ করেন ঐটিকে সাযুজ্য মুক্তি বলা হয়। সুতরাং ভগবান আপনাকে নিরস্ত করেন না। "ঠিক আছে, তুমি আমার সাথে সমাহিত হয়ে যাও।" কিন্তু সেটি থেকে প্রমাণ হয় না যে অন্য সবাই তাঁর সাথে সমাহিত হয়ে যায়। সেটি হয়... কারণ স্বতন্ত্রভাবে, আমি ভগবানের অস্তিত্বের সাথে সমাহিত হয়ে যেতে চাই, সেটি অন্য সবাইকে নির্দেশ করে না... কারণ অনেক অর্থ শুধু আমি নই। হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি রয়েছে। যদি এই লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটির মধ্যে একজন ভগবানের অস্তিত্বের সাথে সমাহিত হতে চায়; ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান; তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন কেন? "ঠিক আছে, তুমি আমাতে সমাহিত হয়ে যাও। যদি তুমি তুমার স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে না চাও, আমাতে সমাহিত হতে চাও, ঠিক আছে, তুমি সমাহিত হতে পার।" যে যথা মাম প্রপদ্যন্তে (ভ.গী. ৪/১১) ভগবদ্গীতায় আপনি এটি খুঁজে পাবেন, "যারা যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, আমি তাদের সেভাবেই পুরস্কৃত করি।" সুতরাং ঐ একত্ববোধ, অস্তিত্বে বিলীন হওয়া..., সেটিসাধারণ নিয়ম নয়। সেটি একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত মাত্র, যদি কেউ ভগবানের অস্তিত্বে সমাহিত হতে চায়, তিনি তা হতে পারেন। ভগবানের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যদি অন্যরা... এটি বোঝায় না যে প্রত্যেকে সাধা..., সমাহিত হওয়ার নিয়ম, ভগবানের অস্তিত্বে সমাহিত হওয়া। সেখানে আরও রয়েছে। অন্য দৃষ্টান্তের মতো। আপনি এটি গ্রহণ করুন। সাধারণত, এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় যে, নদীসমূহ, সকল নদী সমুদ্রে প্রবাহিত হয় এবং সবাই এক হয়ে যায়। অথবা, সমুদ্রের জলের ফোঁটা যখন সমুদ্রে পড়ে, সমুদ্রের ঐ জলের ফোঁটার অস্তিত্ব থাকে না। এটি এক হয়ে যায়... এটিই ঠিক। যদি আপনি সমুদ্র দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন জলের বিন্দু প্রচণ্ডগতিতে ঢেউ হিসেবে আসছে। বোঝা গেল? সেটি প্রতিনিয়ত ঘটছে। এবং কতিপয় পুনরায় জলে পতিত হচ্ছে। তারা হারাচ্ছে তাদের... তারা তাদের বিন্দুর অস্তিত্ব হারাচ্ছে। কিন্তু বিন্দুর সৃষ্টি থেমে গেছে তা বোঝায় না। এমনকি ঐ দৃষ্টান্ত থেকেও। বোঝা গেল? এবং যেহেতু নদীর জল আসে এবং আমি বোঝাচ্ছি সমুদ্রের জলে সমাহিত হয়ে যায়, তার মানে এই নয় নদী, সকল নদী থেমে গেছে। নদী সমূহ সেখানে রয়েছে। অন্য দৃষ্টান্তঃ এখন, জলের মধ্যে অনেক জলজ প্রাণী রয়েছে। তারাও...এখন, যেহেতু জলের বিন্দু সমুদ্রের জল হতে উদ্ভুত হয় এবং সমুদ্রের জলে পুনরায় মিশে যায়, সুতরাং সেটি একটি মনোরম দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই মৎস সমূহ, এই সামুদ্রিক প্রাণী সমূহ তারাও জলে জন্ম। কেউই এই সমস্ত জলজ প্রাণী অন্যত্র হতে প্রদান করেন নি। তারা ... তারা জল হতে জন্ম গ্রহণ করেছে। তারা জলজ। যেমন জল বিন্দু জলজ, একইভাবে, এই জীবিত জলজ প্রাণীরা, তারাও জলজ। এখন, জল বিন্দু জলে সমাহিত হয় এবং অস্তিত্ব হারায়-এটি নির্দেশ করে না যে-জলে অন্যান্য জীবিত প্রাণীরা রয়েছে, লক্ষ-লক্ষ এবং কোটি কোটি- তারাও তাদের স্বরূপ হারিয়ে ফেলে। তারা তাদের স্বরূপ বজায় রাখে। সুতরাং কিছু জীব সত্তা ভগবানে সমাহিত হয়ে যেতে পারে। ঐটিই সাযুজ্য মুক্তি। কিন্তু লক্ষ-লক্ষ এবং কোটি কোটি রয়েছে ... অনন্ত। তারা তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে এবং ভগবানের সান্নিধ্য উপভোগ করে। এই হচ্ছে জ্ঞানী ও ভক্তের মধ্যে প্রভেদ। জ্ঞানীর সর্বোচ্চ লক্ষ হচ্ছে নির্বেদ ব্রহ্মানুসন্ধানম (?)। তিনি চান না, একজন জ্ঞানী পরম হতে নিজেকে আলাদা রাখতে চান না। তিনি সমাহিত হতে চান। (পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)